কমপিউটার জগৎ আয়োজিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সাফল্য ও ব্যর্থতা

মোঃ গোলাম নবী

মাসিক **কমপিউটার জগৎ** বিসিসির সহযোগিতায় এদেশে কমপিউটারের ব্যবহার, প্রসার এবং কমপিউটার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে অনুকরণীয় একটি পদক্ষেপ শেষ করেছে।

মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করে **কমপিউটার জগৎ** এদেশে প্রথমবারের মত কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলাদেশে কমপিউটার প্রযুক্তির বিপনন, বিকাশ ও ব্যবহারের মাত্রা বিবেচনায় এটি ছিল একটি সফল আয়োজন। বিসিসির ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ আঃ মঈন খান এই উদযোগকে সাহসী ও সময়োপযোগী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'প্রতিযোগিতা আজ মানুষের মনে কমপিউটার সম্পর্কে যে সচেতনতা ও উৎসাহ তৈরী করল আগামীতে এটি বিকশিত হয়ে এদেশে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে।'

কমপিউটার জগৎ প্রথমে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল আগষ্ট মাসে কিন্তু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি প্রতিযোগী, প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সংগঠকদের লোকবল কম থাকায় ও সময় স্বল্পতার কারণে। অবশেষে বিসিসির সহযোগিতায় সেপ্টেম্বরের ২৫ ও অক্টোবরের ২ তারিখ দু'দিনে প্রতিদিন দু'গ্রুপের পরীক্ষা নিয়ে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি টানা হয়। বিসিসি দিয়েছে স্থান ও কমপিউটার ব্যবহারের সুবিধা। **কমপিউটার জগৎ** এর সম্পাদনা উপদেষ্টা এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রধান সমন্বয়কারী এদেশের কমপিউটার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রথমে যখন শুরু করি তখন শেষ করা নিয়ে ভয় হচ্ছিল। এরপর প্রথমবার যখন হোচট খাই ভয়টি মনে প্রায় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা হারিনি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় একটি কঠিন কাজ সমাপ্ত করেছি। এটি সম্ভব হয়েছে প্রতিযোগিতার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতায়। আমাকে সহযোগিতা করার জন্যে আমি সবার নিকট কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক কাদের প্রতিযোগিতা শেষ করে আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেলেও বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব ইদ্রিস আলী প্রতিযোগিতার আয়োজনে কিছু দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি এমন একটা প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আনন্দিত। তিনি বলেছেন, 'প্রচারের অভাবে প্রতিযোগিতায় যে সংখ্যক লোক অংশগ্রহণের কথা ছিল তা হয়নি, ঢাকার বাইরের প্রতিযোগীও তেমন পাওয়া যায়নি।' এই সাথে তিনি এই কথাও জুড়ে দিয়েছেন, **কমপিউটার জগৎ** এর মত একটা পত্রিকার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভবও ছিল না। প্রায় একই রকম কথা বলেছেন বিসিসির অপারেশন ম্যানেজার জনাব জাহাঙ্গীর আলম। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন আগামীতে এই মাত্রায় প্রচার ঘটলেও প্রতিযোগী বেশী পাওয়া যাবে। কারণ এবার যারা অংশ নিল তারা নতুন প্রতিযোগী তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

এ প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতার অন্যতম সংগঠক, কমপিউটার জগৎ এর সহযোগী সম্পাদক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইনজিনিয়ারিং বিভাগের শেষ বর্ষের মেধাবী তরুণ জনাব জাকারিয়া স্বপন বলেন, একথা সত্যি যে আমরা অধিক প্রচার করতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপক প্রচারে আরো অনেক প্রতিযোগী যে পেতাম তাও ঠিক নয়। প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী কম হওয়ার পিছনে ভিন্ন অনেক কারণ রয়েছে। তার মতে, শুরুতে আমরা জানাতে পারিনি প্রতিযোগিতার পুরস্কার কি দিতে পারবো। এই প্রতিযোগিতার মর্যাদা ও স্বীকৃতি নিয়েও প্রশ্ন ছিল অনেকের মনে, যা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে আমাদের খুব বেশী কিছু করার ছিল না। যারা করতে পারত তারা করেনি। বিসিসিকে আমার মনে হয় একটা সাজানো ঘর। যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমলাতান্ত্রিকতা নামের অক্টোপাস।

স্বীকৃতির বিষয়টি যে প্রতিযোগিদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল তা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন অনেকের সাথে আলোচনায় জানা গেছে। এই কারণে প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। আরো একটি কারণে হ্রাস পেয়েছে সেটি হল ভয় পাওয়া। প্রতিযোগিতায় 'এ' গ্রুপ ছিল সকলের জন্যে উন্মুক্ত। এখানে প্রতিযোগী হয়েছে সব থেকে কম। কারণ একটিই। বড়রা ছোটদের কাছে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে অংশগ্রহনে বিরত ছিল, আলাপকালে কেউ কেউ একথা স্বীকারও করেছেন।

উদ্যোক্তাদের কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিসিসির প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মেঃ আবদুল মোত্তালিব বলেন, পেশাজীবীরা প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা অংশগ্রহণ করলে এর গ্রহণযোগ্যতা খানিকটা বাড়তো। ভবিষ্যতে তাদের ভীতির কথা স্মরণে রেখে আলাদা গ্রুপ করা যেতে পারে। তবে আমি মনে করি অন্য দশটা খেলাধুলার প্রতিযোগিতার মত এটিকে গ্রহণের মানসিকতা তৈরী করতে হবে সবাইকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনাব মোত্তালিব এবং জাকারিয়া স্বপনের নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতাটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে বলে অধ্যাপক কাদের জানিয়েছেন।

এজন্য অধিক সংখ্যক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা দরকার। এক্ষেত্রে দাবা, ফুটবল, ভলিবলের মত কমপিউটার প্রতিযোগিতার জন্যে স্পনসরড ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

এই প্রতিবেদন তৈরী করতে যেয়ে সবার নিকট একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ৯৭ সালে এদেশের কমপিউটারের ভবিষ্যত কেমন দেখছেন। ডঃ মঈন খান পনর-বিশ হাজার কমপিউটারবিদের কথা বলেছেন। জনাব ইদ্রিস জ্যামিতিক হারে পরিবর্তনের কথা বলেছেন। জনাব মোত্তালিব ও জাকারিয়া স্বপন এখনকার তুলনায় ১০/১৫ গুণ ব্যবহার বৃদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন অধ্যাপক কাদের। তিনি প্রশ্নের জবাবটি দিয়েছেন এভাবে, ৮৮ সালে শিক্ষামন্ত্রী পরবর্তী সেশন থেকে বিদ্যালয় ও কলেজে কমপিউটার সায়েন্স চালুর কথা বললেও এখনো তা চালু হয়নি। তাই বলা যায় সরকারের সদিচ্ছার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে কমপিউটারের ব্যবহার ও বিকাশ।

আমরা আশা করব কমপিউটার প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার কাজে সরকার সচেষ্ট হবেন, জনগণ সচেতন হবেন এবং ব্যবসায়ীরা আন্তরিক হবেন।

প্রতিযোগিতা শেষে তরুণ ও শিশুদের গভীর ব্যুৎপত্তি, সৃষ্টিশীলতা ও মেধার মান দেখে উদ্যোক্তা **কমপিউটার জগৎ** আকর্ষণীয় ও মূল্যবান পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত সাধ্যে তা সম্ভব নয় বলে তারা কমপিউটার ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করলে অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে উদ্যোক্তাদের সাফল্যের আরও একটি স্বীকৃতি।

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দেশের এই প্রথম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটবে।

২৫ অক্টোবর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশে

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, সফটওয়্যার টিপস্, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো।